3/312

সমাজ-চিত্র

PRESENTED

LIBRARY
No.... ১১৫৯
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

সমাজ-চিত্র

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রথম সংস্করণ
১৩৪১

[সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য তিন আনা

প্রকাশক—
শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত
১২ নং কৈলাস বোস লেন,
হাওড়া

প্রিণ্টার—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৫৯ নং অপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

8/2/85
11/185

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

LIBRARY
No.....
Sri Sri Anandamayee Ashram
BAMAKHEPA

পুরুষ

কালীচরণ	...	বড়লোক
রমেশ	...	ঐ বন্ধু
ভজানন্দ	...	গেরুয়া পরা স্বামী (আসল নাম দ্বিজেন)
বিমল	...	ঐ বন্ধু
যতিন		
সুরেশ		
শরৎ		
অবিনাশ		
অশ্বিনী	...	মন্থলি টিকিটধারী
গণেশ		রাজগঞ্জ যাত্রী
সারদা		
শিশির		
রাজেন		
পূর্ণ		
শশী		
একাদশী চৌধুরী	...	ধনাঢ্য কৃপণ
মহিম	...	ঐ পুত্র

ভোলা
নিতাই } ... মহিমের বন্ধু
গৌর বাবু ... ঐ ভায়রা পিতা
সজনী গ্রাজুয়েট ফিরিওয়ালা

দালাল, ওভারর্সিয়ার, পুরোহিত, চাকর, শিষ্য, ভলেণ্টিয়ার, কাপ্তেন প্রভৃতি

স্ত্রী

বিনোদিনী ... কালীচরণের গ্রামসম্পর্কীয়া ভ্রাতুষ্পুত্রি
বিজলী ... ঐ কন্যা
প্রমদা ... মহিমের স্ত্রী

PRESENTED

নিবেদন

উন্মীলন সঙ্গীতে ১০৮টি গান প্রকাশ করেছি। প্রত্যেকটি এক একটি ঘটনা হইতে উদ্ভাবিত। উহার কয়েকটি লইয়া একটি ছবির মধ্যে সন্নিবেশ করিবার উদ্দেশ্যে এই পঞ্চাঙ্ক নাটকটি প্রণয়ন করিয়াছি। ছবিটি বৎসর বয়সে এটি আমার প্রথম প্রয়াস। সেজন্য এতে ভুলচুক যা আছে আশা করি পাঠকেরা সানন্দে মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—৬ই মার্চ্চ ১৯৩৪ খৃঃ

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

PRESENTED

সমাজ-চিত্র

১১/১৬—১

—*—

প্রথম অঙ্ক

শ্যামবাজার—বৈশাখ মাস—বেলা ৪৷৷০ টা।

[কালীচরণের প্রাসাদের সম্মুখস্থ উদ্যান, উদ্যানের দক্ষিণে চাকরদের ঘর ও গ্যারাজ, মোটর দুখানিই ছেলে মেয়েরা নিয়ে বেরিয়ে গেছে, ফটকে গুর্খা প্রহরী পাহারা দিতেছে, কালীচরণ পদচারণ করিতেছে।]

কালীচরণ—গৃহিনীর স্বর্গারোহণের পর থেকে জীবনটা বড়ই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। আমার খুঁটিনাটি যা কিছু দরকার হোত, সে আগে থাকতেই যোগাড় করে রাখত। অসুখ বিসুখ হ'লে একেবারে উবু হয়ে পড়ত। আমার জন্যে সকল কষ্ট অকাতরে সহ্য করত। যাকে বলে সতী সাধ্বী পতিব্রতা সে যথার্থই তাই ছিল। পুণ্যের জোরে সব জাজ্বল্যমান রেখে চলে গেল। কিন্তু আমার বেঁচে থাকা এখন দুর্ব্বিসহ হয়ে পড়েছে। যাই একবার রমেশের ওখানে যাই। খানিকটা সময় কাটিয়ে আসি।

রমেশের বহির্বাটী—বেলা ৪টা।

[রাস্তায় মোটর অপেক্ষা করছে, রমেশ ঘরথেকে বাহিরে আসিতেছিল এমন সময় কালীচরণকে প্রবেশ করতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।]

রমেশ—দাদা যে, এস এস, বস। চা-টা হবে কি? আমি এই বেরিয়ে যাচ্ছিলুম্। একটু হলে আর দেখা পেতে না। (ওরে রামা) একটা সিগারেট নাও?

কালীচরণ—আমি মনে করেছিলুম এ সব গুল আর খাবনা। আর ভাল লাগে না (একটা সিগারেট গ্রহণ)

(রামার প্রবেশ)

রমেশ—(রামার প্রতি) শীগ্‌গির এক কাপ চা আর খান কয়েক বিস্কুট নিয়ে আয় (রামার প্রস্থান) (কালীচরণের প্রতি)। দাদার দেখছি অবস্থা সঙ্কট। স্ত্রী-বিয়োগ ত সকলেরই হয়। অনেক দিন আগে যে এটা ঘটেনি সেটা তোমার ভাগ্যি বলতে হবে।

কালীচরণ—(একটু খুন্ন হয়ে) খুব যা হোক। তুমি যে এক ফুঁয়ে সব উড়িয়ে দিলে। কোথায় একটু আহা হা করবে, দু'একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে। আমার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করবে, আর ভগবানের নাম নিয়ে কিছু সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করবে। তা না করে একেবারে সপ্তমে চড়ে উঠলে।

রমেশ—ও সব ছেঁদো কথা বলে তোমাকে ঠকাতে চাইনা। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা ত মরেই আছে। ছেলে বেলায় তারা পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পায় না। অল্প বয়সে

PRESENTED

সন্তান প্রসব করে দেহটা একেবারে ভেঙ্গে যায়। বয়স হলে সকলে খেয়ে যা বাঁচে তাই তার আহার। চব্বিশ ঘণ্টা ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকতে হয়। রোগ হলে সহজে ডাক্তার ডাকা হয় না। এ ক্ষেত্রে তাদের বেঁচে থাকাই আশ্চর্য্য। যাই হোক এ সম্বন্ধে পরে তর্কবিতর্ক করা যাবে। এখন আমাকে চাঁদপাল ঘাটে যেতে হবে। সম্প্রতি রাজগঞ্জের এক খানা মন্থলি টিকিট কিনেছি। তুমিও এসনা!

কালীচরণ—সেখানে কি হয়?

রমেশ—অনেকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়; আড়াই ঘণ্টা হাসি খেলায় কেটে যায়। আর সন্ধ্যার ধোঁয়াটা ভোগ করতে হয় না, সেজন্য স্বাস্থ্যও মন্দ থাকে না।

কালীচরণ—আজ আর যাবনা, পরে বলব।

[উভয়ের প্রস্থান]

ভজানন্দ স্বামীর আশ্রম।

[একখানা ছোট্ট একতালা ঘর, চারিধারে টালির বারান্দা তারপর খানিকটা জায়গা। তাতে কতকগুলি ফুলগাছ রয়েছে রাস্তার ধারে বাঁশের বেড়া। ভজানন্দ বারাণ্ডায় পদচারণ করিতে করিতে গীত।]

ভজানন্দ—

এবার পেয়েছি সন্ধান, লোকের চোখে ধূলি দান,
কেমনে সহজে করা যায় গো।

তাই কিনেছি এক গীতা, দামেতে সস্তা,
সেখানি পকেটে পকেটে ফিরে গো ॥
যখন শীকার কাছে পাই, গীতা খুলে দেখাই,
কামনা হীন কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ গো।
তুমি টাকা রোজগার কোরো, তাতে আসক্ত না হোয়ো,
আমার সেবাশ্রমে দান করে যেয়ো গো ॥
(দরিদ্রনারায়ণ দেবার তরে, টাকা রোজগার কোরো)
যখন চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় আহার্য্য
দেখে রসনা জলে ভরে গো ॥
তখন গীতা খানি খুলে, সে সব বদনে দি তুলে,
সেই পরমাত্মার তুষ্টির লাগিয়া গো ॥
(আমার দেহের মধ্যে যে আত্মা বিরাজে, গীতা খানি খুলে)
যখন রূপের তৃষায়, মরি লালসায়,
গীতা খুলে পাঠ করি গো ॥
বলি সকলি এ মায়া, দেখ তোমার ও কায়া,
আমার হৃদয়ে বিরাজে গো ॥
(একবার হৃদয়ে হৃদয়ে মিলায়ে, বলি সকলি এ মায়া)

এই যে কালিচরণ দেখছি এখানে আসছে। শীকারটা খুব জবর বটে। সম্প্রতি স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। টাকা অনেক আছে। কিছু হাতাতে পারি তবে গীতা পড়া সার্থক হয়। (মনঃ সংযোগে গীতা পাঠ)

কালীচরণ—(প্রাঙ্গণে আসিয়া ভজানন্দের উদ্দেশে) প্রণাম হই স্বামি মহারাজ।

ভজানন্দ—জয়স্তু! আসুন, আসুন, এখানে উঠে আসুন, এই চৌকিটায় বসুন। আপনার বিপদের কথা শুনে অবধি আমরা মর্ম্মাহত হয়ে রয়েছি। এমন স্ত্রী কারো হবেনা। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা! আমাদের সকলের জননী স্বরূপা ছিলেন। সকলকে কাঁদায়ে চলে গেলেন (একটু অশ্রু মোচন) আ! হা! হা! ভগবানের লীলা আমরা কি বুঝিব!

কালীচরণ—আপনি সাক্ষাৎ অন্তর্য্যামী। আমার যা কষ্ট হচ্ছে তা আপনি ঠিক উপলব্ধি করেছেন। এখন কি করি সে বিষয়ে যদি কিছু উপদেশ দেন তাহ'লে কৃতার্থ হই। আমার বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে।

ভজানন্দ—আমার মতে তাঁর নাম যাতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে তার ব্যবস্থা করা উচিত। তাঁর নামে একটী মঠ তৈরি করে দেন যেখানে সাধু অতিথি আশ্রয় পেতে পারে। সেই সকল সাধু অতিথি ভারতবর্ষের যেখানে যাবে সেখানেই এই মঠের নাম প্রচার করবে। তাহলে মায়ের নাম দেশময় ছড়িয়ে পড়বে।

কালীচরণ—বেশ যুক্তি দিয়েছেন। আমিও ভাবছিলুম তাঁর স্মৃতি

যাতে না লোপ পায় সেই রকম একটা কিছু করা কর্ত্তব্য। আচ্ছা মঠ স্থাপন করতে কত খরচ হবে বল্‌তে পারেন ?

ভজানন্দ—কত আর পড়বে ? জায়গা ত আপনার যথেষ্ট রয়েছে। একটা বাড়ী তৈরি করতে ৪০।৫০ হাজার টাকার মধ্যে হয়ে যাবে। আর অতিথি সেবার জন্য একটা বৃত্তি নির্দ্ধার্য্য করে দিলেই চলবে।

কালীচরণ—দেখুন মহারাজ! এ সব বিষয়ের দেখাশুনার ভার যদি আপনি দয়া করে নেন তবেই হতে পারে। আমি যে আর দৌড়ধাপ করে সব গড়ে তুলব সে ক্ষমতা আর আমার নাই। আমার আর কোন কাজে উৎসাহ নাই।

ভজানন্দ—এ আবার ভার কি! আমাদের কাজই হোল স্থানে স্থানে মঠ স্থাপন করে লোকের কষ্ট দূর করা। যদি ভারই বলতে চান আমি আনন্দে এ ভার গ্রহণ করলুম। আচ্ছা, আপনি এই গীতাখানা নিয়ে যান। রোজ একটু করে পড়বেন। ব্যথিত হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে এর তুল্য আর গ্রন্থ নাই।

কালীচরণ—তবে, এখন আমি চল্লুম, সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় হয়ে এল। কাল সকালে আটটার সময় এসে যাহা একটা স্থির করা যাবে। প্রণাম হই মহারাজ। (প্রস্থান)

ভজানন্দ—জয়স্তু! (যে রকম দুঃখ প্রকাশ করছে কোন দিন না

PRESENTED

ফট করে বিবাহ করে বসে। শীঘ্র শীঘ্র টাকাটা হাতাতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। রাত্রে আবার আজ গীতা ক্লাস আছে। ছাত্রগুলি সব আমারই মত জুটেছে।

গীত।

গীতা ক্লাস দিয়েছি আমি খুলে।
যেখানে যে পাপী আছ এস গো চলে॥
যত ইচ্ছা কর পাপ
সকলি হইবে মাপ
চুরি চামারি, ব্যভিচারি, গলায় ছুরি দিলে॥
তুমি কৃষ্ণ হৃদে আছ
করছি যা তুমি করাচ্ছ
সকল বালাই দূর হবে এই কথা মনে রাখলে॥

বেড়ার ধারে ভজানন্দ পদচারণ করিতে করিতে উক্ত গানটি গাহিতেছেন এমন সময় বিমল তাঁর বাল্যবন্ধু রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিল।

বিমল—আরে দ্বিজেন যে রে। এ রকম সাজলি কবে থেকে? পেন্নাম হই ঠাকুর!

ভজানন্দ—বিমল নাকি? আরে চুপ চুপ। ভেতরে চলে আয়। এখানে ফাজলিমি করিসনি। (বিমলের ভেতরে প্রবেশ ও ভজানন্দের ফটক বন্ধ করণ।)

বিমল—তোর ওই চোখ দুটো আর নাকটা দেখে ঠিক করে ফেললুম যে এ দ্বিজেন ছাড়া আর কেউ নয়। দাড়ি, চুলে মুখটা সব ঢেকে গেছে। এ রকম ভেল ফেরালি কবে থেকে ?

ভজানন্দ—আর ভাই! আফিসে পঁহুছুতে রোজই দেরি হয়ে যেত। সাহেব অনেকবার ফাইন করলে কিন্তু কিছুতেই রোগ সারল না। কাজেই তাড়িয়ে দিলে। তখন বুঝলুম কত ধানে কত চাল। পেটের জ্বালায় অনেক জায়গায় দরখাস্ত করলুম কিন্তু কোথাও আর জুটল না। শেষে দেখলুম এই ব্যবসাটায় এখনও কিছু আছে। দিন কতক একটা সাধুর কাছে আপ্রেন্টিসি করে এখন ব্যবসাটা বেশ শিখে নিয়েছি। চাকরির চেয়ে এ শতগুণে ভাল। তবে সে সব আর চলেনা।

বিমল—আরে! চালালেই চলে। ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পায় না। যখন ধ্যানে বসবি তার আগে একটু টেনে নিলে কার সাধ্যি ধরে। এখন একটু চলবে নাকি? এই নিয়ে বাড়ীতে দিন কতক খুব ঝগড়া চলে ছিল। তার পর ছল করলুম যে ডিস্পেপসিয়া ধরেছে। বাড়ীতে খুব কম খেতে লাগলুম। শেষে নরেশ ডাক্তারকে ডাকিয়ে এই ওষুধটার ব্যবস্থা করে নিয়েছি। এখন তিন ঘণ্টা অন্তর

খাই। আর কিছু বলবার জো নেই! আর দু দাগ আছে, চোঁ করে এইটুকু খেয়ে ফেল্‌ত!

ভজানন্দ—চল্ ঘরের ভেতর। (উভয়ের প্রবেশ) দাঁড়া কপাট গুল সব বন্ধ করে দি। (তথাকরণ) সাবধানের মার নেই।

(ঔষধ গলাধঃকরণের পর ভজানন্দের গীত)

আমায় নাম ধরে ডেকনা
আমায় স্বামী বলে কর ঘোষণা।
অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, মোক্ষ পাবে করবে না আর আনা গোনা॥
চাকরি যখন নিল কেড়ে
স্বপ্নাদেশ হল মোরে
গেরুয়া পরে সাধু সেজে চক্ষু বুজে, করিতে যোগ সাধনা।
এখন ভজানন্দ স্বামী
সবারে ভজাই আমি
ঝেড়ে ফুঁকে, হাত বুলিয়ে, মাদুলী দিয়ে, পুরাই সবার মনস্কামনা॥

(উভয়ের হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য)

বিমল—আর না ভাই এখনি চেলারা এসে পড়বে। সব ফাঁক হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে আসিস।

(বিমলের প্রস্থান)

ভজানন্দের আশ্রম—রাত্রি ৮৷৷০ টা।

[গীতা ক্লাস বসিয়াছে। মধ্যস্থলে বেদী। একপার্শ্বে চিকের অন্তরালে মহিলাদের বসিবার স্থান, অপর পার্শ্বে পুরুষদের। ভজানন্দ বেদীর উপর উপবিষ্ট।]

ভজানন্দ—ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়। ধৃতরাষ্ট্র—এই একটী কথার মধ্যে যে কতপ্রকার তথ্য নিহিত রহিয়াছে তাহা আপনাদের সংক্ষেপে বলিতেছি। জগতের মধ্যে গীতাকে যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপুস্তক মানিয়া লওয়া হইয়াছে তাহার কারণ এই যে ইহার প্রত্যেক কথাই অর্থপূর্ণ। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ। কি করিয়া জন্মান্ধ হইলেন তাহা বোধ হয় আপনারা সকলে জানেন না। ধৃতরাষ্ট্রের মাতা ছিলেন অম্বিকাদেবী। তিনি বালবিধবা ছিলেন। বংশরক্ষার জন্য মহামুনি ব্যাসদেব যখন সেই ক্ষেত্রে সন্তানের বীজ বপন করেন তখন অম্বিকাদেবী ব্যাসদেবের সেই সময়কার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া চক্ষু মুদিয়া ছিলেন। কালে সন্তান যে জন্মিল সে অন্ধ হইয়া ভূমিষ্ঠ হইল। এই ব্যাপার হইতে আমরা কতগুলি সূত্রের অনুসন্ধান পাইতেছি।

প্রথমতঃ—সে সময়ে আমরা সৌর্য্যে বীর্য্যে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি ছিলাম। তখন বিধবারা পুত্র কামনা করিলে মুনি

ঋষিদের দ্বারা পুত্র উৎপাদন করিয়া লইতে পারিতেন। সে জন্য সমাজে পতিতা বলিয়া গণ্য হইতেন না।

দ্বিতীয়তঃ—ভাসুর ভাদ্রবোয়ের মধ্যে এখন যেমন একটা অলঙ্ঘ্য গণ্ডি রহিয়াছে তখন উহার কিছুই ছিল না। ব্যাসদেব অম্বিকাদেবীর ভাসুর ছিলেন।

তৃতীয়তঃ—সন্তান উৎপাদন কালে মাতাকে প্রফুল্লচিত্ত থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। অম্বিকাদেবী সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ব্যাসদেবের দ্বিতীয় ভাদ্রবৌ ছিলেন অম্বালিকা দেবী। তিনিও বালবিধবা ছিলেন। তাঁর ক্ষেত্রে ব্যাসদেব যখন সন্তানের বীজ বপন করেন তখন যদিও তিনি চক্ষু মুদ্রিত করেন নাই কিন্তু ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া সন্তান যে হইল সে পাণ্ডুবর্ণ হইল।

চতুর্থতঃ—সে সময়ে গুণ ও কর্ম্ম হিসাবে জাতি বিভাগ হইত। ব্যাসদেব, পরাশর মুনির ঔরসে এবং কুমারী সত্যবতী জেলেনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জপ-তপ করিতেন বলিয়া ব্রাহ্মণ হইলেন। আবার এই ব্যাস-দেবের ঔরসে ও অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে যে পুত্রদ্বয় হইল তাহারা ক্ষত্রিয় হইল এবং কুরুবংশাবতংস বলিয়া পরিগণিত হইল। আবার এই ব্যাসই যখন এক দাসীর

গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিলেন তখন সে ব্রাহ্মণও হইল না ক্ষত্রিয়ও হইল না।

আমাদের সমাজে এখন কি ভীষণ বিপ্লব ঘটিয়াছে। বিধবার আর সন্তান উৎপাদন করিয়া লইবার উপায় নাই। তাকে পোষ্য পুত্র লইয়া এখন সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। সধবারাও এখন আর মহাপুরুষের দ্বারা বীরপুত্র উৎপন্ন করাইয়া লইতে পারে না। কাজেই আমাদের মধ্যে ভীমার্জ্জুন উদ্ভব হইবার উপায় নাই। এই সকল কারণে জাতি হিসাবে আমরা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে আমাদের সমাজকে মহাভারতের আদর্শে গড়িতে হইবে।

এর পরের কথা হচ্ছে "কুরুক্ষেত্র"। কুরুক্ষেত্র অর্থাৎ কুরুর ক্ষেত্র। কুরু ছিলেন চন্দ্রবংশীয় এক নরপতি। ইহাঁর পিতা ছিলেন সংবরণ রাজা আর মাতা ছিলেন সূর্য্যতনয়া তপতী। দেখুন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আপনারা চন্দ্র সূর্য্যকে এক একটা প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড বলিবেন। কিন্তু আসলে ইহাঁরা আমাদেরই মত রক্ত মাংস বিশিষ্ট জীব এবং আমাদের মত স্ত্রী পুত্র লইয়া ঘর কন্না করেন। তবে ইহাঁরা ভয়ানক তেজস্বী এবং আমাদের ভাল মন্দের নিয়ন্তা। এই কুরুরাজ অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন এবং মানুষের যাতে হিত হয় সর্ব্বদা কামনা করিতেন। মৃত্যুর পর সকল মানুষ যাতে স্বর্গলাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশে ইনি

পাঁচটি গ্রামের মধ্যে হল চালনা করিতে লাগিলেন। বহুবর্ষ এভাবে ভূমি কর্ষণ করিতে ইন্দ্র তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে বর দেন যে যে কোন লোক উক্ত কর্ষিত ভূমিতে দেহ ত্যাগ করিবে সেই স্বর্গবাসী হইবে। সেই অবধি উক্ত ভূমি খণ্ডের নাম হইল কুরুক্ষেত্র আর ইহাকে ধর্ম্মক্ষেত্র বলা হইল কারণ মানুষ যতই পাষণ্ড ও পাতকী হউক না কেন, শেষ দশায় কোন গতিকে একবার এখানে পঁহুছিতে পারিলেই তার সমস্ত পাপ খণ্ডন হইয়া যায় আর সে মহা পুন্যাত্মাদের সহিত এক পর্য্যায় ভুক্ত হইয়া স্বর্গে চলিয়া যায়। আজ এই পর্য্যন্ত থাক। রাত্রি অধিক হইয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—*—

চাঁদপাল ঘাট—বেলা ৫-৫৫।

[৭০ জন মন্থলি টিকেট কিনে পণ্টুনের ধারে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজ ভিড়লেই চড়ে বসবে।]

(একদল গান ধরেছে।)

তাড়াতাড়ি আয়রে চলে, জাহাজ খানা ভিড়ল বলে
লোকের ভিড় ঠেলে ঠুলে, উপরে উঠিগে ভাই।
এক দৌড়ে সামনে যাব, বেঞ্চগুল দখল করব
মজাসে হাওয়া খাব হাত পা মেলে তুলিব হাঁই॥
দেরীতে আসবে যারা, ফাঁপরে পড়বে তারা
বসিবার স্থান না পেয়ে ঘুরে ঘুরে হবে সারা
অভিশাপ মোদের দেবে, পাজি নচ্ছার, বলিবে
সারভাইভ্যাল অফ্ দি ফিটেষ্ট এটা তাদের বোঝা চাই॥

[জাহাজ পঁহুছিতেই হুড়হুড় করে সব উপরে উঠে পড়ল। একদল পাশা খেলতে লেগে গেল, আর এক দল গান বাজনা সুরু করে দিল। কেহ কেহ দাবায় বসে গেল, কেহ বা হন হন করে পাইচারি করতে লাগল। যারা সামনের বেঞ্চি দখল

করল তারা গেঁট হয়ে বসে রইল। যতিন ও রমেশ, সুরেন ও শরৎ পাশায় বসে গেল আর বামাচরণ ও ললিত উপর চাল দিতে লাগল।

(সকলে মিলে গাহিতে লাগিল)

এস ভাই এস সবে, পাশা খেলা খেলি এবে
সময় অপব্যয় করা নয় উচিত কারো ভবে।
ব্যাধি সেরে যাবে, ক্ষুধা বৃদ্ধি পাবে
দীর্ঘ রজনী গভীর নিদ্রায় আরামে কাটিবে॥

মনে কি পড়ে না সে পুরা কাহিনী, পাশা খেলেছিল যুধিষ্ঠির শকুনি
জিতেছিল মামা রাজ্য ধন জন, যৌথ রমণী দ্রৌপদী রাণী।

এস দে মশাই এস রহমন ভাই
ঘোড় দৌড় মাঠে গিয়ে কাজ নাই
পাশাই তোমাদের আশা মেটাবে (নেশা টুটাবে)

যতিন—এই দেখ, দান ফেলতে হয় কেমন করে। ষোল! ষোল! ষোল! পাঁচ তিন আট হয়ে গেল।

সুরেশ—ওরকম করে কি পাশা চালতে হয়। এই দেখ! ছ তিন নয়! এঃ পাঁচ চার নয় হয়ে গেল।

সকলে—বাঙ্গলা! বাঙ্গলা!

রমেশ—পাশা ফেলতে হয় কিরকম করে এই দেখ। বিশমিল্লা! দুর তোর! তিন কড়া পড়ল!

শরৎ—এইবার আমি ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়ছি। আর! টি! বি! বার পাঁচ

সতের! এই নাও বার পাঁচ সতের! মার! মার! লালটাকে।

সকলে—(ঘন ঘন করতালি ও হাস্য) নামের কি মহিমা। ক্রমান্বয়ে সকলের হাত খুলিয়া গেল ও ঘুঁটি চলতে লাগল।

রমেশ—বার দুই চন্দ পড়েছে। জোড়াটা বার ঘর যাক আর এইটে দু ঘর।

যতিন—বার ঘর জোড়া গিয়ে খুলে দিয়ে একটা দু ঘর যাক।

রমেশ—ওখানে কি জোড়া খোলে, পেছনে লাল আসছে। দুটোই তাহলে মারা যাবে।

যতিন—মারা যায় যাবে। সবুজটাকে ত ধরতে হবে। ওটা তেশিরে পাশা। ওটাকে মারতেই হবে।

রমেশ—আরে তেশিরেই হোক আর এক শিরেই হোক যা পড়বে তাতেই ত ঘরে ঢুকে যাবে, মাঝখান থেকে আমার খেলাটা নষ্ট হয়ে যাবে।

যতিন—আপনি খেলার কিছুই জানেন না। আমরা যে সব ওস্তাদের কাছে খেলা শিখেছি তারা আপনাকে নিয়ে খেলায় বসতই না। আগে চাল দিতে শিখুন তার পর খেলায় বসবেন।

রমেশ—তবে আর বসবার দরকার নাই (পাশা ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল)।

আর সকলে—আরে মশায় করেন কি। বসুন, বসুন, খেলায় কি রাগ করতে আছে।

রমেশ—ললিত! তুমি আমার হাতটা নাও ত। আমি একবার গানের আড্ডা থেকে ঘুরে আসছি। (প্রস্থান)

গানের আসর। ঐক্যতান বাদন চলেছে অবিনাশ, অশ্বিনী, গণেশ ও সারদা আসর জমকাইয়া বসে আছে। বাজনা থামতেই রমেশ অবিনাশকে গাইতে বলিল।

অবিনাশ—আমি মোটেই গাইতে পারি না। তবে গান শুনতে ভালবাসি।

রমেশ—তবু ভাল! শ্রোতা পাওয়া আজকাল বড়ই কঠিন। আচ্ছা অশ্বিনী বাবু! আপনি একটি ধরুণ। আপনার ত রবি-বাবুর গান সব কণ্ঠস্থ।

অশ্বিনী—কবিতা হিসাবে সেগুল মুখস্থ আছে বটে কিন্তু তা গাইতে বল্‌লে মনে হয় যেন আমার উপর ফাঁসির হুকুম হ'ল। অনুগ্রহ করে গাইবার আদেশটী করবেন না। শেষে আবার হার্টফেল হ'য়ে যাবে কি?

রমেশ—তাহলে আপনাকে আর বলছি না, খুনের দায়ে কি শেষে পড়ব আচ্ছা, গণেশ বাবু! আপনার ত অনেক স্থানে গতিবিধি আছে এবং গান গেয়েও থাকেন। আমাদের উপর একটু দয়া করলে আমরা কৃতার্থ হই।

গণেশ—গাইতে জানলে নিশ্চয়ই গাইতুন। এত করে আপনাকে কি আর বলতে হোত। আমার সম্বন্ধে যা শুনেছেন সেটি সর্ব্বৈব মিথ্যা।

রমেশ—তাহলে, সারদা বাবু, আমাদের না উদ্ধার করলে আর ত কোন উপায় দেখছি না।

সারদা—দেখুন রমেশ বাবু, পুরুষ মানুষের গান গাওয়াটা আমি মোটেই পছন্দ করি না। তাদের চেঁচানি শুনলে কান ঝালাপালা হয়ে যায় আর মুখ ভেঁংচানি দেখলে গা ঘিনঘিন করে। জাহাজে যদি কোন মেয়েছেলে থাকে তাকে ডেকে এনে গাওয়ান। প্রাণে আরাম পাবেন।

রমেশ—সাবাস! বেশ এড়িয়ে গেলেন। দেখুন আপনারা কেহই একেবারে বৃদ্ধ হয়ে জন্মান নি। এক সময় আপনারাও যুবা ছিলেন এবং সে বয়সে নিশ্চয়ই গান গেয়ে থাকবেন। এখন যে সকলেই অস্বীকার করছেন এ কেবল গঙ্গার মাহাত্ম্য প্রচার করবেন বলে। আপনাদের ধারণা যতক্ষণ গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করবেন ততক্ষণ ঝুরিঝুরি মিথ্যা কথা বললেও আপনাদের পাপ স্পর্শিবে না। আমিও আপনাদের মত বলি যে আমিও গাইতে জানি না; তবে এটা সুর করে বলছি—

১১/১৫-৩
PRESENTED

গীত—

সত্যি করে বলছি তোমায় গাহিতে আমি জানি না।
গাহিতে জানিলে এত কোরে তোমায় সাধিতে আমায় হোতনা॥
ছেলেবেলায় বাড়ীর তাড়ায়
শিখিনি কখন গাহিতে গান
নদীর ধারে, পুকুর পাড়ে যদিবা কখন ধরিতাম তান
সে আয়াস মোর ফুরায়ে গেল, বাসরে যখন কান মলে দিল,
তখনি বুঝিলাম গান গাওয়াটা আমার ভাগ্যে হ'বে না॥
প্রবাসে যখন নিরালা পেয়ে আবার ইচ্ছিনু শিখিতে গান,
ওস্তাদ রেখে তানপুরা কিনে এবার ভাবিনু কুড়াব মান,
সারে গামা ভেঁজে, গাঁজা সেজে সেজে
গলায় আমার কাঁসর বাজে
সে আওয়াজ শুনে চম্‌কে উঠি নিজে গান গাওয়া আর হলোনা॥

জাহাজের সামনের অংশের লোকে বেঞ্চে বসে দিয়া আরামের সহিত মজঃফরপুরের ভূমিকম্পের বিষয় আলোচনা করিতেছে।

শিশির—একটা খবর শুনেছ ? গান্ধি বলেছে এই ভূমিকম্পটা ভগবান ঘটিয়েছেন। হাড়িজনের জন্য সে এত ঘুরে মরছে আর টাকা তুলছে কিন্তু লোকেরা এদিকে তেমন মন লাগাচ্ছেনা, সেই জন্য ভগবান রেগে মজঃফরপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি সহরের ছেলে মেয়ে

গুলকে ঘর চাপা দিয়ে মেরে ফেললেন। এতেও লোকের যদি চেতনা না হয় আবার এর চেয়েও কঠিন সাজা দেবেন।

রাজেন—তবু ভাল! ভাগ্যে বলেনি যে গভর্ণমেণ্ট জিনিষের দাম চড়াবার জন্য ভূমিকম্পকে লেলিয়ে দিয়ে এই রকম করে ঘর বাড়ী সব ভেঙ্গে দিলে। ছোটবাবু কিন্তু বলেছে ঝটণট তদবীর করা হচ্ছে না আর মৃত্যু সংখ্যা গোপন করে রাখা হচ্ছে। কাগজওলারাও এরকম আভাস কতকটা দিচ্ছে। তবে আইনের ভয়ে বাড়াবাড়ি করতে পারছে না।

পূর্ণ—কিন্তু যাই বল। ভূমিকম্পটা যে হবে এ খবরটা আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল। গান্ধি আর ভগবানে যখন এসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলছিল, তখন বেহারী আচার্য্যি নিকটেই ছিল। সে খবরটা পেয়েই কাগজে ছাপিয়ে দিলে।

শশী—পূর্ণ! তুমি ভুল বলেছো। বেহারী আচার্য্যির মত জ্যোতিষী জগতে আর দ্বিতীয় নাই। সে গুণে বলেদিয়েছিল কোথায়, কবে, ও কোন সময়ে ভূমিকম্প হবে। আমাদের দেশে এসব বিদ্যা যে কতদূর উৎকর্ষলাভ করেছিল তার নিদর্শন মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। এই বেহারী আচার্য্যি ১০ বৎসর পূর্ব্বে বলে-দিয়েছিল যে আমার স্ত্রীর দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু হবে। ঠিক তাই হোল?

শিশির—এই বেহারী আচার্য্যি তাঁর বিদ্যাটা কি কাকেও দিয়ে যাচ্ছে? না তার সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাবে? আমাদের এরোপ্লেন, রেডিও, কামান টর্পিডো সবই ছিল, কিন্তু সে সকলের নির্ম্মাণ কৌশল কাহাকেও শিখিয়ে না যাওয়াতে সবই লোপ পেয়ে গেল।

রাজেন—দেখ শিশির। আমাদের যে এরোপ্লেন ছিল তা মহাভারত রামায়ণে অনেক স্থানে লেখা আছে। রেডিও ও ছিল। না থাকলে গীতার সৃষ্টি হতো না। অর্জ্জুনের রথে একটা লাউড স্পীকার লাগান ছিল। কামান খুবই চলন ছিল। কিন্তু টর্পিডোর কথা কোথাও পাইনি। এটা মন গড়া কথা না সত্যি কোথাও আছে?

শিশির—কেন? রামায়ণে ত রয়েছে, হনুমান যখন এক লাফে লঙ্কা থেকে হিমালয়ে গেল এবং আর এক লাফে ফিরে এল তখন টর্পিডোর নির্ম্মাণ কৌশল জানা ছিল। টর্পিডো কম্প্রেষ্ট হাওয়ার চলে। হনুমান পবননন্দন বলে হাওয়াকে ইচ্ছামত নিজদেহে কম্প্রেস করে রাখতে পারত। লাফ দিয়েই হাওয়া ছাড়তে লাগল সে জন্য কোথাও আর নামতে হোল না একেবারে হিমালয়ে গিয়ে উপস্থিত। আরও কত রকম বিদ্যা আমাদের ছিল তা আর কত বলব।

শশী—এই বিদ্যা লুকিয়ে রাখবার অভ্যাসটা এখনও যায়নি। দেখনা

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাটা কিরকম উন্নতি লাভ করেছে। এখন এক ফোঁটা ওষুধ গঙ্গায় ফেলে দিয়ে তা থেকে এক ফোঁটা জল সেবন করিলেই সকল রকম ব্যারাম আরাম হয়ে যায় কিন্তু হোমিওপ্যাথ ডাক্তাররা কিছুতেই ওষুধের নামটা বলবে না। কালে এ বিদ্যাটাও লোপ পেয়ে যাবে।

শিশির—থাক্ ওসব কথা। এখন ভূমিকম্পের জন্য চাঁদা দেওয়া উচিত কিনা ঠিক কর দেখি।

পূর্ণ—আমার মতে চাঁদা দেওটা ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করা হবে। তিনি লোক শিক্ষার জন্য এই কাজটি করেছেন। গান্ধিও বলেছে তোমরা ওখানে কেউ যাবে না কিংবা টাকা পাঠাবে না। এক্ষেত্রে চাঁদা দেওয়া অনুচিত। তার চেয়ে এস আমরা সকলে মিলে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করি—

সকলে—

ধন্য ধন্য ধন্য তুমি বিহার ধ্বংসকারী।
ভূমিকম্পে ভাঙ্গিলে নিমেষে ঘর দুয়ার সবারি॥
করুণাসাগর দয়া প্রকাশিয়া
কচি ছেলে মেয়ে মারিলে পিসিয়া
ছাদ চাপা দিয়া বধিলে যতেক অন্তঃপুর নারী॥

হস্তপদ ভাঙ্গি রাখিলে যাহারে
পড়িয়া রহেছে পথেরি ধারে
মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে গাহিছে গান তোমারি ॥
নিরো নাদির শা হার মেনে যায়
তোমার ভীষণ নৃশংসতায়
তুমি হে একমদ্বিতীয়ম্ (তোমার) তুলনা দিতে কি পারি ॥
গান্ধি বলে যাদের ঈশ্বরে মেরেছে
উচিত নয় যাওয়া তাদের কাছে
টাকা কড়ি যার যা কিছু আছে দাও মোরে উদ্ধারিতে হাড়ি ॥

তৃতীয় অঙ্ক

কালীচরণ ভজানন্দকে কুড়ি হাজার টাকা দিয়াছেন। পুত্রদ্বয় অনেক আপত্তি করিয়াছিল সেজন্য একটু রাগ করিয়া কাশী চলিয়া আসিয়াছেন। সকালে গঙ্গাধারে বেড়াতে যান। হঠাৎ একদিন দেখেন তাঁর দেশের ভ্রাতুষ্পুত্রী সম্বন্ধিয়া বিনোদিনী কন্যার সহিত স্নান করিয়া উঠিয়া আসিতেছে।

কালীচরণ—বিনু নয়? এখানে এসে অবধি তোমাকে রোজ এঘাট ওঘাট করে খুঁজছি। আসবার সময় তোমার ঠিকানা জেনে নিতে ভুলে গিছলুম।

বিনোদিনী—কাকাবাবু! (প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ, কন্যা বিজলী ও তথা করণ) কবে এলেন? সকলে ভাল আছেন ত? কে কে সঙ্গে এসেছেন?

কালীচরণ—আর মা! আমি একলাই এসেছি। তোমার কাকীমা ত ফাঁকি দিয়ে চলে গেছেন।

বিনোদিনী—সে কি কথা! আমি ত কোন খবরই পাইনি। কি হয়েছিল?

কালীচরণ—সেই অম্বলে ভুগে ভুগে শেষে হার্টফেল হলো। বাড়ীতে আর ভাল লাগে না সেজন্য এখানে চলে এসেছি। সিকুরোলে

একটা বাড়ী ভাড়া নিয়েছি সঙ্গে কেবল একটা চাকর ও একটা বামুন এসেছে।

বিনোদিনী—তাহলে আপনার ত বড়ই কষ্ট হতেছে। আমার ওখানে উঠলেই হোত। বাড়ী ভাড়া করে ফেলেছেন আর কি হবে। তবে খাওয়া দাওয়া আমার ওখানেই করবেন। আসুন, আমাদের বাড়ীটা দেখে নেবেন আসুন। বিজলী খুব চমৎকার রাঁধতে শিখেছে।

কালীচরণ—তবে চল! আচ্ছা, তোমার দেওররা কি তোমার খোঁজ খবর নেয়?

বিনোদিনী—মোটেই না। এই বার বৎসরের মধ্যে একখানা চিঠিও পাঠায় নি। আমার অংশটা একরকম ফাঁকি দিয়ে লিখিয়ে নিলে। আট হাজার টাকা যা পেয়েছিলুম আর গহনাগুলো বিক্রী করে যা হল তাই দিয়ে এখানে একখানা বাড়ী কিনেছি। একতালা, দোতালা ভাড়া দিই আর তিন তালায় নিজেরা থাকি। এই ভাড়া থেকেই আমাদের একরকম চলে যাচ্ছে।

কালীচরণ—সংসারে কারুরই সুখ নেই না। আমার এত টাকা থাকতেও আমার মত অসুখী কেউ নেই। ভগবানের এইরূপই ইচ্ছা। তুমি সুখে থাকবে বলে দাদা তোমাকে বড় ঘরে বিয়ে দিয়ে গেলেন এখন তুমি সে বাড়ীর কেউ নও।

বিনোদিনী—এইটে আমাদের বাড়ী, চলুন উপরে চলুন।

(সকলের উপরতালায় গমন)

কালীচরণ—বাঃ তোমার ঘরগুলি ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! দেখলে চক্ষু জুড়ায়। আমাদের এত চাকর চাকরাণী থাকতেও ঘরগুলো যেন আঁস্তাকুড়। বৌগুলো সাজ-গোজ আর খাওয়া দাওয়া নিয়েই থাকে। ছেলেগুলোকে পর্য্যন্ত দেখে না। আচ্ছা আমি এখন একবার বাসায় যাই। চান টান করে এগারটার মধ্যে এসে পড়ব এখন।

[প্রস্থান]

বিনোদিনী—বিজলী! তোর দাদার জন্য কি কি রাঁধবি বল দেখি।

বিজলী—ঘরে গাওয়া ঘি তৈরি আছে সেজন্য আলু ভাতে দোবো। মুগের ডাল, পোস্ত বড়ি ভাজা, পালং শাকের ডালনা, কাঁচকলার ঝোল, রাঙ্গা আলুর টক করব। দু'খানা পাঁপর ভেজে দোবো। সন্দেশ তৈরিই আছে আর একটু ক্ষীর করে দিলেই হবে।

বিনোদিনী—তাহলেই হবে। মাছ মাংস বোধ হয় আর খান না আমি ততক্ষণ এই জামা কটা সেলাই করে নি।

(বেলা ১১টার সময় কালীচরণ উপস্থিত হইলেন)

কাকাবাবু! আসুন। আমাদের সব তৈরি হয়ে গেছে। বিজলী! তোর দাদা এসেছেন; খাবার জায়গা করে দে।

কালীচরণ—ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। আমি একটু বসছি। তোমার সেলাইটা সেরে নাও না। এ সব জামাগুলো কার ?

বিনোদিনী—এগুলো সব অর্ডারি। এক একটা জামা সেলাইএর জন্য ছয় আনা করে পাই। এতেও কিছু রোজগার হয়।

বিজলী খাবার জায়গা করে দিয়েছে, কালীচরণ আহারে বসিয়াছেন। বিনোদিনী মাছি তাড়াইতেছে।

কালীচরণ—রান্নাগুলিত অতি চমৎকার হয়েছে। এমন আরামে কখনও খাইনি। সবই কি বিজলীর তৈরি ?

বিনোদিনী—হ্যাঁ, এখন ত ওই সব করে। আমাকে আর কিছু দেখতে হয় না। আপনি মাছ মাংস খান কি না জানিনা, সেজন্য ওসব রাঁধা হয়নি।

কালীচরণ—ভালই করেছ। তোমার কাকীমার কাল হওয়ার পর থেকে ওগুলো আর খাইনি। আর বিজলী যা রেঁধেছে এর কাছে মাছ মাংস কিছুই নয়। সবগুলি অত্যন্ত উপাদেয় হয়েছে। আচ্ছা বিজলী ত বড় হয়েছে ওর বিবাহের কি কোন চেষ্টা হচ্ছে ?

বিনোদিনী—কে আর চেষ্টা করবে কাকাবাবু! দু একবার ঘটকী লাগিয়েছিলুম, কিন্তু সকলেই তিন চার হাজার টাকা নগদ চেয়ে বসে। আমার ত টাকা নেইই, তা ছাড়া যারা টাকা নিয়ে বে' করে তাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে ইচ্ছা

হয় না। তাদের অত্যন্ত নীচাশয় বলে মনে হয়। আর বিজলীর বে হয়ে গেলে আমি ত একেবারে একা পড়ে যাব। সেজন্য আমারও এ বিষয়ে বেশী চাড় নেই।

কালীচরণ—বিনু! তুমি ঠিক বলেছ। আমাদের বিবাহ প্রথাটা অতি কুৎসিত ভাব ধারণ করেছে। ছেলেদের বিবাহ দেবার সময় আমিও এই কুৎসিত কাজ করেছি। সমাজে এই প্রথাটা মজ্জাগত হয়ে পড়েছে। এটা শোধরান দুঃস্কর। আমার যদি আর কোন অবিবাহিত ছেলে থাকত তাহলে দেখিয়ে দিতুম, পণ না নিয়েও বিবাহ দেওয়া যায়। এখন আর উপায় নেই।

বিনোদিনী—কেন থাকবে না কাকাবাবু! আপনি নিজে বিবাহ করে একটা আদর্শের সৃষ্টি করুন না কেন?

কালীচরণ—আমি বে করব! বিনু, তুমি বলছ কি? তোমার কাকীমা এই সেদিন মারা গেছেন আর আমার বয়সও যথেষ্ট হয়েছে। সমাজেই বা কি বলবে?

বিনোদিনী—এই সমাজকে ভয় করলে কি আর সমাজ সংস্কার হয়? ছেলে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে তাদের সংসারী করে দিয়েছেন। তারা এখন তাই নিয়ে ব্যস্ত। এখন আপনার ত একজন সঙ্গী চাই। এ রকম হা হুতাশ করে ভেসে ভেসে বেড়ালে আর কদিন বাঁচবেন। আর বয়স কি এমন বেশী হয়েছে।

অন্যদেশে ও বয়সে লোকে প্রথমবার বিবাহ করে। কাকীমা স্বর্গে গেছেন তাবলে আপনাকেও যে সেখানে এখনি যেতে হবে তার ত কোন মানে নাই। যখন জন্মগ্রহণ করা গেছে তখন বেঁচে থাকবার চেষ্টা করা সকলের উচিত।

কালীচরণ—বিনু! তুমি এ সব কথা কোথা থেকে শিখলে?

বিনোদিনী—আমার এই অবস্থান্তর হবার পর থেকে অনেক ব্যাপার দেখেছি যা থেকে কিছু জ্ঞানলাভ করেছি। আমাদের সংসারে স্বামী বিয়োগ হলে স্ত্রীকে দাসীরও অধম হয়ে থাকতে হয়। আর স্ত্রী বিয়োগ হলে পুরুষকে অপরাধীর মত থাকতে হয়। কারো আমোদ আহ্লাদ করবার অধিকার নাই। আপনি বিবাহ করলে ছেলেরা মনে করবে তাদের বিষয় হতে বঞ্চিত করছেন। বোয়েরা মনে করবে কে একজন উড়ে এসে জুড়ে বসল। লোকেরা বলবে কাজটা অন্যায় হোলো তারা চায় আপনি সংসার হতে নিবৃত্ত হয়ে পূজা পাঠ নিয়ে থাকুন আর সকল অনুষ্ঠানে চাঁদা দিউন। আপনার চলাফেরা পরের মতামতের উপর নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

আহার শেষ হইলে কালীচরণ মুখ হাত ধুইয়া বাসায় ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিলে বিনোদিনী তাঁহাকে বৈকালে চা পান করিতে অনুরোধ করিলে তিনি সম্মত হইয়া প্রস্থান করিলেন। বেলা চারটার সময় কালীচরণ পুনরায় আসিয়াছেন। বিজলী একখানা ছোট টেবিল, পাতিয়া তার উপর চায়ের সরঞ্জাম রাখিয়াছে।

কালীচরণ বসিতে বিজলী চা-দান লইয়া আসিল। পেয়ালাতে একটু চা ঢালিয়া বলিল

বিজলী—দাদা বাবু! এই রকম থাকবে না একটু কড়া হবে?

কালীচরণ—না ওই ঠিক হ'বে।

বিজলী—(দুধ ঢালিয়া) আরো দুধ দোবো কি?

কালীচরণ—না আর দিতে হবে না।

বিজলী—(দু' চামচ চিনি দিয়া) আর চিনি লাগবে কি?

কালীচরণ—না না ওতেই হবে।

বিনোদিনী—(বিজলীকে) খানকতক নিমকি তোর দাদাকে দেনা (কালীচরণকে) দেখুন না কি রকম হয়েছে।

কালীচরণ—দেখছি বিনু, তোমার এখানে কিছুরই অভাব নেই।

বিনোদিনী—ঠিক বলেছেন কাকা বাবু! আমাদের কোন অভাব নেই। সকল রকম খাবার আমরা নিজেরাই করে নি। জামা কাপড় নিজেরাই তৈরী করি। খেটে খাওয়ায় যে কি সুখ তা আর কি করে আপনাকে জানাব।

কালীচরণ—দেখ বিনু তোমাদের দেখে শুনে আমি চমৎকৃত হয়েছি। এখন আবার আমার বাঁচিবার সাধ হয়েছে। বিবাহ করতেও আমি রাজী আছি তবে যদি বিজলীকে আমাকে দাও।

বিনোদিনী—কাকা বাবু! এত আমার পরম সৌভাগ্য। বিজলীকে আপনি গ্রহণ করলে আমার আর কোনই ভাবনা থাকে না।

তবে ও এখন বড় হয়েছে ওর মতটা একবার লওয়া দরকার।

কালীচরণ—আচ্ছা সেত আরও ভাল। বিজলী আবার কি নিয়ে আস্‌ছে। ও আবার কি বিজলী?

বিজলী—দুটো সিঙ্গাড়া করেছি। দেখুন দিকি কি রকম হয়েছে?

কালীচরণ—(একটু খাইয়া) এও ত অতি চমৎকার হয়েছে। দেখ বিজলী তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়া অবধি আমার মনে যে কি আনন্দ হচ্ছে তা আর কেমন করে জানাব। তোমার দিদির মৃত্যুর পর আমার জীবনে আর কোন সুখ ছিল না। সবই অন্ধকার বোধ হচ্ছিল। এখন সব কেটে গেছে। তোমার মা আবার আমায় বে কর্‌তে বলেছে; তাতে আমিও রাজী হয়েছি তবে তুমি যদি আমার সহধর্ম্মিণী হও। তোমার মায়ের এতে মত আছে কিন্তু তোমার মত না হলেত হতে পারে না।

বিজলী—এতে আমার মতামতের আবশ্যক নাই। মা যা স্থির করবেন তাতেই আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। আমার যাতে ভাল হয় তিনি যেমন বোঝেন তেমন কি আমি বুঝতে পারি?

বিনোদিনী—বিজলী! আমি দেখছি তোমাকে একদিন না একদিন বিবাহ করতেই হবে। কিন্তু কার হাতে পড়বে সেই ভাবনায় আমি মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে পড়তুম। এখন কাকাবাবু তোমাকে নিলে আর আমার সে ভাবনা থাকে না।

যতদূর আমি বুঝি তাতে তোমরা যে খুব সুখে থাকবে তাতে আর সন্দেহ নাই। তাহলে কাকাবাবু আপনি সব উদ্যোগ করে ফেলুন।

কালীচরণ—আচ্ছা আমি পাকা দেখার কাজটা সেরে যাই। বিনু। তুমি এখন আমাদের দুজনেরই পূজনীয়া। তুমি দুতরফ থেকে আশীর্ব্বাদিটা করে ফেল। (বিনুর তথাকরণ) আমি এখন তবে চললুন। দিনটা ঠিক করে ফেলিগে। ঠিকুজি মেলাবার দরকার হবে কি?

বিনোদিনী—দেখুন কাকাবাবু। আমার বিবাহের সময় বাবা বড় বড় জ্যোতিষীকে ঠিকুজি দেখিয়ে মিল করে নিলেন। ফলে এই হল যে দশ বছর না পার হতেই আমার এই দশা হল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঘরে ঘরে এই ঠিকুজির অসারতা প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও লেখা পড়া জানা লোকে এই ঠিকুজির মোহ কাটাতে পারে নি। সুস্থ দেহ ও মন হলেই দীর্ঘজীবী হবে। এইটিই হল স্বভাবের নিয়ম। ঠিকুজি মিল করবার কোন দরকার নেই। লগ্নস্থির করবারও কোন কারণ দেখি না। বিবাহোপলক্ষে যেদিন আপনার সুবিধা হবে সেই দিনই স্থির করবেন আমাদের সব দিনই সমান।

কালীচরণ—আচ্ছা তবে এখন আমি চল্লুম্। দিনটা ঠিক করে পরে জানাব। (প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

চোরবাগান—সকাল ৭টা।

একাদশী চৌধুরীর বাহিরের ঘর; একখানা তক্তাপোষ পাতা, তদুপরি চৌধুরী মহাশয় ও দুইজন দালাল উপবিষ্ট, সামনের একখানা ভাঙ্গা চেয়ারে একজন ওভারসিয়ার বসে আছে।

চৌধুরী—(ওভার্সিয়ারের প্রতি) সৌদামিনী দাসীর উপর বাড়ী ভাঙ্গবার নোটীশ কি দেওয়া হয়েছে?

ওভাসিয়ার—আজ্ঞে, সেইদিনই দিয়েছি। তবে মাগী বড় কাঁদাকাটি আরম্ভ করেছে। বলছে, তার বাড়ীর কোনখানে কিছুই ভাঙ্গেনি, পড়ে যাবার মত কোথাও কিছু নেই, নতুন বাড়ী বল্লেই হয়, খুব জোর চল্লিশ বছর হোল তৈরি হয়েছে, অথচ ভেঙ্গে ফেলবার হুকুম হোল কেন? কতকগুলো ঘর ভাড়া দিয়ে তবে তার সংসার চলে, এখন ভেঙ্গে গেলে খাবে কি! সে বলেছে আপনার কাছে এসে নালিশ করবে।

চৌধুরী—(১ম দালালের প্রতি) দেখ, এই সময়ে তুমি একবার সৌদামিনীর কাছে গিয়ে পরামর্শ দাও যে যখন প্রভুরা একবার ছুঁয়েছে তখন চৌধুরী মশায়েরও সাধ্য নাই বাড়ী

রক্ষা করে। তার চেয়ে বাড়ীটা বিক্রী করে ফেলাই ভাল। জলে বাস করে কি কুমীরের সঙ্গে বিবাদ চলে!

১ম দালাল—আজ্ঞে, আমি এখনই যাচ্ছি। ও বাড়ী ত আপনার হয়েই গেছে মনে করে নিন না। ওর দাম ত তিরিশ হাজারের কম হবে না, কিন্তু আপনাকে ওটা পাঁচ হাজারের মধ্যে পাইয়ে দোবো। আমার দালালিটা যেন মোটা রকম থাকে।

চৌধুরী—সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো! এ রকম সব কাজই ত তোমাকে দিয়ে করাই। কুমুদিনীর ব্যাপারটায় ত তুমিই ছিলে।

১ম দালাল—হ্যাঁ, ছিলুম বৈকি, আপনার অনুগ্রহ ত আমার উপর বরাবরই রয়েছে। তবে এখন আসি।

(প্রণাম ও প্রস্থান)

ওভাসিয়ার—আমাকেও একটু মনে রাখবেন। আপনার কথা মতই কেবল নোটীশ দিয়েছি। যদি কর্ত্তা জানতে পারেন তাহলে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে।

চৌধুরী—আরে রেখে দাও তোমার কর্ত্তা। আমরা তাকে রেখেছি বলেই আছে, না হলে এতদিন বাছাধনকে চলে যেতে হোতো। যদি কিছু গোলমাল করে বলে দিও চৌধুরী মশায় এই বাড়ীটা নিতে চান। কাজ হয়ে গেলে নিশ্চয়ই তোমাকে খুসী

করব। আচ্ছা, আমার সেই লোকটা কেমন কাজটাজ করছে, টাকাগুলো আমাকেই যোগাতে হয়।

ওভার্সিয়ার—খুব ভাল কাজ করছে। বোধ হয় টাকায় টাকা লাভ হবে।

চৌধুরী—শুনে খুব সন্তুষ্ট হলুম। তুমি একটু তাকে দেখো শুনো। আচ্ছা এখন তোমার কাজে যেতে পার।

(ওভার্সিয়ারের প্রণাম ও প্রস্থান)

(২য় দালালের প্রতি) সেটা কতদূর হোল ?

২য় দালাল—চারে এসেছে, টোপটা গিল্‌লেই খেলিয়ে তুলি। শনিবার শনিবার ৪০।৫০ করে ধার দিচ্ছি। কিন্তু মদটা যতক্ষণ না ধরাতে পারছি ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। বড় ভাইটে ভাইদের খুব খবর রাখে সে জন্য দেরি হচ্ছে। বিষয় অগাধ! এক এক ভায়ের অংশে বোধ হয় দশ লক্ষ করে পড়বে।

চৌধুরী—দেখ দাদা, একটা অংশ আমাকে দিয়ে দিতেই হবে। তোমায় একখানা বাড়ী দোবো। মদটা শীগগীর ধরিয়ে ফেল। আর বড় ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দাও। এমন করে দাও যেন মুখদেখাদেখি না থাকে। বড় ভাই টাকা বন্ধ করলেই আমাদের হাতে এসে পড়বে। খুব সন্তর্পণে কিন্তু এ সব করতে হবে।

২য় দালাল—আমি এই করে করে বুড় হয়ে গেলুম ; কত ভাল ভাল ঘরকে যে উচ্ছন্ন দিয়েছি তার ঠিকানাই নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, একটা অংশ আপনার হবেই হবে।

চৌধুরী—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। আমি এই জোড়া পাঁঠা মানসিক করলুম। কার্য্য সিদ্ধি হলে কালীঘাটে গিয়ে মহাসমারোহে মায়ের পূজো দোবো! মা জগদম্বে! দয়া কর মা। বোসেদের একটা অংশ আমায় শীঘ্র পাইয়ে দাও মা! না হলে আমার ব্লাড প্রেসর আরও বেড়ে যাবে। মা ব্রহ্মময়ী!

২য় দালাল—আপনি ও রকম উথলা হবেন না। আমি যখন এ কাজে নেমেছি তখন কার্য্য সিদ্ধি হবেই হবে। আমাকে এখন অনুমতি করুন যা যা আয়োজন করবার দরকার করিগে।

চৌধুরী—আচ্ছা দাদা তবে এস (২য় দালালের প্রণাম ও প্রস্থান) বোসেদের ছোঁড়াটা আমাকে বড়ই মুস্কিলে ফেলেছে!

জগন্নাথের প্রবেশ

কিহে তোমার এখন কি চাই

জগন্নাথ—আজ্ঞে, বেলা ১০টা বাজে এখনও বাজার করতে যাওয়া হলো না। মহিমবাবু ত শুধু ভাতে ভাত খেয়ে কলেজে গেল।

চৌধুরী—দেখ জগন্নাথ, এই ১০টার সময় বাজার করতে যাওয়াই সুবিধা। এ সময়ে খদ্দের তত থাকে না সব জিনিষ সস্তায় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ মাছটাছ যেগুল শীগগীর নষ্ট হয়ে যায় সেগুল সিকি দামে পাওয়া যায়। তুমি রোজ এই সময়েই বাজার যেয়ো।

জগন্নাথ—কর্ত্তাবাবা ঠিক বলছেন। তবে ছেলে মেয়েরা স্কুল কলেজে কি খেয়ে যাবে।

চৌধুরী—কেন? আজ যা কিনবে কাল সকাল অবধি তা থাকবে। যত্ন করে রাখলে কি কোন জিনিষ নষ্ট হয়? শুধু শুধু বেশী দাম দিয়ে কেনবার ত দরকার নেই।

জগন্নাথ—আচ্ছা, তাই করা যাবে এখন দেন, বাজার যাই।

চৌধুরী—(টেঁক থেকে একটা আধুলি বাহির করিয়া) এই নাও।

জগন্নাথ—এ কি কর্ত্তাবাবু! এতে কি এত বড় গৃহস্থের বাজার করা হয়।

চৌধুরী—খুব হবে। এখন ঐ আট আনায় দুটাকার বাজার করে আনতে পারবে। কে কত খাবে। আর দেখ, আজকাল ডাক্তারেরা অনেক পরীক্ষা করে জেনেছে যে ভিটামিন হচ্ছে আমাদের দেহ রক্ষা করবার প্রধান উপকরণ। আর এই ভিটামিন সব জিনিষের খোসাতে বর্ত্তমান। সে জন্য বাড়ীতে বলে দেবে যেন কোন জিনিষের খোসা কিংবা মাছের আঁশ

না ফেলে দেয়। আমরা এতদিন সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দিয়ে আসছি।' এখন তুমি যেতে পার।

(জগন্নাথের প্রস্থান)

আর পারা যায় না, ক্রমাগতই খরচ। ভাড়াগুল যা আদায় হয়, কিংবা সুদ যা পাওয়া যায় তা থেকে খরচ করাটা কি ভাল! ভাড়ার টাকা ও সুদের টাকা খাটিয়ে যা সুদ পাওয়া যায় তা থেকেই খরচ করলে তবে ত সচ্ছল অবস্থা বলতে পারা যায়। এ যেন যত্র আয় তত্র ব্যয়। এমন করে আর কদিন চলবে। শেষ তক দেখছি রাস্তায় বস্‌তে হবে।

একাদশী চৌধুরীর গাড়ি বারাণ্ডা। একখানা নতুন মোটর দাঁড়িয়ে আছে চৌধুরী মহাশয় সম্প্রতি গঙ্গালাভ করিয়াছেন। পুত্র মহিমচন্দ্র নতুন মোটরে করে শুধু পায়ে কাছা গলায় দিয়ে আত্মীয় স্বজনকে পিতার মৃত্যু সংবাদ দিতে যাচ্ছে সঙ্গে দুজন বন্ধু ভোলা আর নিতাই, একজন ভৃত্য গদির উপর কুশাসন বিছাইয়া দিল।

মহিম—কোথায় কোথায় আজ যাওয়া যাবে?

ভোলা—পুরোহিত ত এই ফর্দ্দটা করে দিয়েছেন। আজকে ১০টার মধ্যে যতগুল হয় সেরে ফেলা যাক। কাল আবার হবে।

মহিম—নিতাই! পেলেটিতে ত খবর দিয়েছ যে আমরা ১০॥ টার সময় ওখানে ব্রেকফাষ্ট করব।

নিতাই—সে সব ঠিক আছে। ১০টা টাকাও জমা দিয়ে এসেছি।

আমাদের জন্য একখানা আলাদা ঘর এন্‌গেজ্‌ করেছি সেইখানেই খাওয়া দাওয়া চলবে।

মহিম—(ড্রাইভার প্রতি) আগে বাগবাজারে চল আমার ভায়রা ভাইদের বাড়ী।

সকলে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। ভায়রা ভাইয়ের বাড়ী পহুছিয়া মহিম কুশাসন হস্তে গাড়ি হইতে নামিল এবং ভায়ার পিতাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া যোড় হস্তে দাঁড়াইয়া রহিল।

গৌরবাবু—এস মহিম। এই চেয়ারটায় কুশাসন বিছিয়ে বোসো। জগতের এই নিয়ম কি করবে বল। আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে তোমাকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে দিয়ে যেতে পারতেন। হঠাৎ এ রকম হোল কেন?

মহিমু—বাবার ত ব্লড প্রেশর খুবই ছিল। সেদিন থিয়েটার রোডের বাড়ী ভাড়া ৫০০৲টাকা নিয়ে দরওয়ান যখন রাস্তার মোড়ে ট্রাম থেকে নেনেছে, অমনি একজন গুণ্ডা এসে তাকে ছোরা দেখিয়ে সেই টাকা কেড়ে নিয়ে পালাল। দরওয়ানটা যখন কাঁদতে কাঁদতে এসে বাবাকে এই খবরটা দিল তখন শুনেই তিনি পড়ে গেলেন আর উঠলেন না। ডাক্তার এসে বল্লেন অনেকক্ষণ হল প্রাণবায়ু বেরিয়ে গিয়েছে।

গৌরবাবু—আহাহা! বড়ই আপসোসের বিষয়। এত বড় সম্পত্তিটা করলেন কিন্তু ভোগ করতে পেলেন না। সমস্ত

জীবনটা সঞ্চয় করতেই কেটে গেল। যাই হোক এখন তোমার উপর সমস্ত ভার পড়ল। খুব বুঝে সুঝে চলবে। যেন সবদিক বজায় থাকে। মোটরটা কত দিয়ে কিনলে?

মহিন—ছয় হাজার টাকা পড়ল। অনুমতি দেন ত এখন যাই অনেকের দ্বারস্থ হতে বাকি আছে।

গৌরবাবু—আচ্ছা তবে এস। তোমার ভায়া ত এখনও বেড়িয়ে ফেরেনি।

(মহিমের প্রস্থান)

অনেক বাড়ী ঘুরিয়া ও পেলেটির ওখানে আহার করিয়া ভোলা নিতাইকে পঁহুছাইয়া ১২ টার সময় মহিন বাড়ী ফিরিল। স্ত্রী প্রমদা হবিষ্যান্ন পাক করিয়া অপেক্ষা করিতেছে।

প্রমদা—তোমার এত দেরি হল? হবিষ্যান্ন যে জল হয়ে গেল। শীগ্‌গির নেয়ে নাও।

মহিম—আজ শরীরটা কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে। নাইবনা। ভাত খাব কিনা তাই ভাবছি।

প্রমদা—তবে নেয়ে কাজ নেই খুব কম করে দু মুঠো খেয়ে নাও।

মহিম—আচ্ছা দাও তবে। (দু এক গ্রাস খাইয়া) আর ভাল লাগছে না। আমি উঠে পড়ি (তথাকরণ ও বৈঠকখানায় গিয়া দরজা বন্ধ করে গীত)

আমি হাল পিতৃহীন।
দাড়ি না কামায়ে, উত্তরীয় গায়ে, শুধু পায়ে ফিরি সারাটি দিন॥
শোকচিহ্ন সব ধরেছি বাহিরে
ভাগ্যহীন বলে জানাই সবারে
কিন্তু উল্লাস উলসি উঠিছে অন্তরে
চেপে তারে রাখা হয়েছে কঠিন॥
বেঁচে ছিলেন যখন ভয়ে থাকতাম তখন
হাসি ঠাট্টা গান করিনি কখন
বন্ধু বান্ধবে থাকিত নীরবে
ভয় পাছে তিনি অপরাধ লন—
এবে মুক্ত আমি, আমিই গৃহস্বামী
টাকা কড়ির মালিক, শুধুই এখন আমি
যথা ইচ্ছা যাব, যা খুসি করিব
ভাগ্যবন্ত আমি নহি ভাগ্যহীন॥

২টা না বাজ'তে বাজ'তেই ভোলা নিতাই এসে উপস্থিত নিউ এম্পায়ারে উদয়শঙ্করের নাচ আছে সেজন্য নিতাই মহিমের কাছ থেকে ৫০৲ টাকা নিয়ে টিকিট করতে গেল।

দেখ ভোলা। নিউ এম্পায়ারে ত যাওয়া যাবে কিন্তু এই খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে আর শুধু পায়ে কি করে যাই বল দেখি?

ভোলা—পুরোহিতের কাছ থেকে একটা মীমাংসা করে নিলেই ত হয় (এই যে পুরোহিত মহাশয় আসছেন)

মহিম—দেখুন, ঠাকুর মহাশয় শুধু পায়ে চলে পা ত টাটিয়ে গেছে আর দাড়ি এমনি কুট কুট করছে যে ঘুমুতে পারছি না। এর কোন কি প্রতিকার নাই ?

পুরোহিত—কেন থাকবে না, আত্ম রেখে ধর্ম্ম তবে পিতৃ কর্ম্ম। কিছু সোনা ধরে দিলেই ওসব আর কিছু করতে হয় না। কারও বাড়ীতে আর যাবে না আমি সব সেরে নোবো এখন। তবে একটু গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। (প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

কালীচরণ বিবাহ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন বিনোদিনী ও বিজলীকে সঙ্গে আনিয়াছেন পরদিন বেলা ৭টার সময় রমেশের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন।

রমেশ—দাদা যে। এস এস। কবে ফিরলে। মুখখানা যে হাসি হাসি দেখছি। যা হোক চেঞ্জে গিয়ে বেশ উপকার হ'য়েছে দেখছি।

কালীচরণ—তোমার নতুন একটি বৌদিদিও হয়েছে। কাল তার বৌভাত তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে এলুম। বাড়ীশুদ্ধ সবাই যেও।

রমেশ—ভ্যালারে মোর দাদা। এই ত চাই। কাশী যাবার পূর্ব্বে তোমার অবস্থা দেখে ভয় হয়েছিল তুমি বুঝি কাজের বার হয়ে গেলে। হঠাৎ তোমার মনের এরূপ পরিবর্ত্তন কি করে হোল ?

কালীচরণ—আর ভাই একটা মেয়ে ছেলে আমাকে উদ্ধার করলে। কার্ত্তিকদাদার মেয়ে বিনুকে ত জান ? বিধবা হবার পরেই তার দেওররা তার অংশটা আত্মসাৎ করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে। এ অবস্থায় মেয়েদের কি অবস্থা হয়

তাত তুমি জান। কিন্তু কন্যার হাত ধরে সে বেরিয়ে পড়ল। নবপ্রসূতা গাভীকে যেমন বাঘেও আক্রমণ করতে ভয় করে তেমনি বদমাইসেরা বিনুকে দেখে সরে যেত। নিজের যা কিছু ছিল তাই দিয়ে কাশীতে একখানা বাড়ী কিনে ফেললে। আর খানিকটা ভাড়া দিয়ে আর সেলাইএর কাজ করে নিজেদের ভরণ পোষণের সংস্থান করে ফেললে। এমন স্বাধীনচেতা মেয়ে আমাদের দেশে অত্যন্ত বিরল। তার সংস্পর্শে এসে আমার এই পরিবর্ত্তন হয়েছে। কন্যাটিও মায়ের আদর্শে গড়ে উঠেছে। একেই আমি বিবাহ করেছি। এদের সংস্রবে থেকে আমারও কাজ করবার স্পৃহা জেগে উঠেছে। মনে করছি পরোপকার ব্রতে জীবনটা উৎসর্গ করব।

রমেশ—দাদা—তোমার কথা শুনে আমি যে কি পর্য্যন্ত খুসী হলুম তা আর কি বলব। এখন পরোপকার ব্রতটা কি, একটু ব্যাখ্যা করে বললে ভাল হয়।

কালীচরণ—এ তোমার কাঙ্গালী খাওয়ান নয় রমেশ! এ হচ্ছে লোকের মন থেকে অন্ধ ধারণা গুঁল দূর করা। খেটে খাওয়াই মানুষের প্রধান ধর্ম্ম। সকল কাজে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করতে চেষ্টা করা। স্বর্গ নরক বলে কোন জিনিষ নাই। আত্মশক্তির উপর সকলকে নির্ভর করতে

হবে। এই সকল বিষয় আমাকে প্রচার করে বেড়াতে হবে। দেশে যাতে মানুষ সৃষ্টি হয় তার চেষ্টা করতে হবে।

রমেশ—দাদা—তুমি ঠিক পথ নিয়েছ। আমাকেও যদি সঙ্গে নাও তাহলে কৃতার্থ হব। সত্যি দেশে মানুষ মোটেই নেই।

কালীচরণ—তোমাকে সাথে পেলে কার্য্যসিদ্ধি সুনিশ্চিত—আমি একবার ভজানন্দ স্বামীর হোতা যাচ্ছি। একটা মঠ করব বলে তাঁকে কিছু টাকা দিয়েছি। দেখিগে কতদূর কি করেছেন। মঠ করে কতকগুল বেকার ভণ্ডদের পোষবার মতলব এখন ত্যাগ করেছি। ওটাকে একটা সৎকাজে লাগাতে হবে। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে।

(প্রস্থান)

ভজানন্দের আশ্রম—বেলা ৮টা। শিষ্যেরা হোম করে ফুলগাছে জল দিতেছে। কালীচরণ উপস্থিত হইয়া ভজানন্দের খবর নিতে শিষ্যেরা বলিল তিনি তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।

কালীচরণ—এখানে যে মঠ তৈরি করবার কথা ছিল তার কি কোন বন্দোবস্ত করে গেছেন?

শিষ্যেরা—মঠের কথা ত আমরা কিছুই শুনিনি।

কালীচরণ—কোন ইটওয়ালার সঙ্গে কোনরূপ বায়না করা হয়েছে কি?

শিষ্যেরা—আমরা এ সম্বন্ধে কিছুই জানিনি।

কালীচরণ—তিনি ফিরবেন কবে বলতে পার ?

শিষ্যেরা—তিনি বলেছেন রামেশ্বর হয়ে বদরিকাশ্রম যাবেন তারপর হিমালয়ে কোথায় একজন মহাপুরুষ আছেন তাঁর কাছে কিছুকাল থেকে কয়েকটি ঔষধ নিয়ে আসিবেন। ফিরতে বোধহয় তিন চার বৎসর লাগবে।

কালীচরণ—এতদিন বাহিরে থাকবেন তোমাদের কি কিছু ব্যবস্থা করে গেছেন ?

শিষ্যেরা—আমাদের মাথা মুড়িয়ে গেরুয়া পরে থাকতে বলেছেন। সকালে হোম করে ভিক্ষায় বেরতে হ'বে আর গীতাখানি কণ্ঠস্থ করতে হবে আর সর্ব্বদাই কাছে রাখতে হবে। এই করলেই আমাদের আর কোন অভাব থাকবে না।

কালীচরণ—তোমরা এদিকে লেখাপড়া কতদূর করেছ ?

শিষ্যেরা—আমরা সকলে বিয়ে পড়তে পড়তে গান্ধির হুজুকে পড়ে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পিকেটিং করতে লেগে গেলুম। বোম্বাইএর মিলওয়ালারা আমাদের খরচ যোগাত। গান্ধি পিকেটিং ছেড়ে এখন হাড়িজন নিয়ে পড়েছে আর অমনি মিলওয়ালারা আমাদের খরচ বন্ধ করে দিয়েছে। পিকেটিং করার দরুণ বাড়ী থেকেও একরকম বিতাড়িত। ভাগ্যে ভজানন্দ স্বামীজির আশ্রয় পেলুম তাই রক্ষা। না হলে বোধ হয় চুরি ডাকাতি করতে হোত।

কালীচরণ—তোমাদের অবস্থা দেখে আমি অত্যন্ত দুঃখিত তোমরা লেখাপড়া শিখেছ কিন্তু তোমাদের বিবেক বুদ্ধির কিছুই উদ্রেক হয়নি। সেল্ল-হেল্ল সম্বন্ধে তোমরা অনেক বই পড়ে থাকবে, কিন্তু তা থেকে তোমরা কোন জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারনি। এই ভজানন্দ মঠ তৈরি করবে বলে আমার কাছ থেকে কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে। তোমরা ভোল ফিরিয়ে লোক ঠকিয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেছ বটে কিন্তু এটা অত্যন্ত নীচ কাজ। এ সম্বন্ধে মেথররাও তোমাদের অপেক্ষা মহৎ। তারা পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ-উপার্জ্জন করে আর তোমরা ফাঁকি দিয়ে সব চালাতে চাও। এ পথ ছেড়ে দাও।

শিষ্যেরা—তাহলে আমরা কি করব ?

কালীচরণ—এত লোক কি করছে দেখতে পারছ না ? এই কলকাতা সহরে দেশবিদেশ থেকে লোক এসে করে খাচ্ছে আর তোমরা বাসিন্দা হয়ে হাঁ করে তাদের দেখছ শুধু। তোমরা চারজন আছ দুখানা রিক্‌স যদি পারাপারি করে টান তাহলে তোমাদের কোনই কষ্ট থাকে না। তখন তোমরা বুক ফুলিয়ে পথে চলতে পার। গেরুয়া ছেড়ে দাও। এই ঝলঝলে পোষাকে ভিক্ষাবৃত্তিই শোভা পায়। কর্ম্মের পোষাক হচ্ছে হাফপ্যাণ্ট সার্ট টুপি ও জুতো। এইগুল

পরে তোমরা যখন রিক্‌স টানতে লাগবে, তখন তোমাদের মনে একটা স্ফূর্ত্তি আসবে।

শিষ্যেরা—আমরা এ কাজ করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমাদের রিক্‌স ইত্যাদি দেবে কে?

কালীচরণ—দেবে আবার কে? তোমরা নিজেরাই সংগ্রহ করবে। এ সকল কিনতে যা টাকার দরকার, যার কাছে যাবে সেই আনন্দে তোমাদের ধার দেবে। আমিও তোমাদের ধার দিতে পারি কিন্তু তোমাদের যেন দৃঢ় সংকল্প থাকে যে প্রাণ পণ করে এ ধার শোধ করবে। ভজানন্দ পালিয়েছে ভালই হয়েছে। এখন এ আশ্রমটি তোমাদের মনে করবে। এখানে থাকবার ও রিক্‌স রাখবার যথেষ্ট স্থান আছে।

শিষ্যেরা—আপনার কথা শুনে আমাদের চোখ ফুটল। এই ভিক্ষা বৃত্তিটি আমরা আজ থেকে ছেড়ে দিলুম। রিক্‌স কেনবার টাকা যোগাড় করবার জন্য আমরা প্রথমে লোকের বাড়ী চাকর থাকব। কিছু জমলে তারপর রিক্‌স কিনব।

কালীচরণ—এত খুব ভাল। দেখ আমাদের গৃহস্থালী কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য হিন্দুস্থানী ও উড়িয়া চাকরদের উপর নির্ভর করতে হয়। আমাকে প্রতি মাসে এদের প্রায় তিনশত টাকা দিতে হয় বাঙ্গালী চাকর পেলে আমি কি এই বাইরের লোকদের রাখি? সম্প্রতি আমার একটি সহিস ও একটি

মালি যাচ্ছে। তোমাদের দুজন যদি একাজ কর তাহলে আমি আর তাদের বদলি নিনি।

দুই জন শিষ্য—আমরা আনন্দে একাজ গ্রহণ করলুম। আপনার উপদেশ পেয়ে আমরা নবজীবন লাভ করেছি। আমরা আপনার কাজ করে দোবো, আর তার বদলে আমাদের টাকা দেবেন, এর ভেতর বড় ছোটর ভাব আসতে পারে না। এই আদান প্রদান নিয়েই ত মনুষ্য সমাজ।

কালীচরণ—বেশ। বেশ। তাহলে তোমাদের দুজন আমার সঙ্গে এস। কি কি কাজ করতে হবে দেখিয়ে দোবো এখন আর গোটা কতক টাকা দোবো পোষাক কেনবার জন্য। দেখবে ও পোষাক পরলে কত সহজে কাজ করা যায়।

(কালীচরণের সহিত দুজন শিষ্যের প্রস্থান)

৩য় শিষ্য—তাহলে আমরাও কাশীপুরে গিয়ে একটা গাঁটকসা কলে ঢুকে পড়ি না কেন ?

৪র্থ শিষ্য—হ্যাঁ ভাই, তাই চল। কি ভ্রমেই আমরা এতদিন ছিলাম। এখন দেখছি ভিক্ষা করার মত এমন জঘন্য কাজ আর কিছুই নাই। দেখ দেখ, উনি সজনীবাবু নন ? কাপড় ফিরি করে বেচ্ছেন আর গানও গাচ্ছেন।

সজনীবাবুর গীত

আমি গ্রাজুয়েট ফিরিওলা।
মোট নিয়ে পিঠে, রোদে হেঁটে হেঁটে, বাড়ী বাড়ী ফিরি সারাটি বেলা॥
বিয়ে পাশ করে চাকরির তরে উমেদারি কত করিনু হে॥
ঘুস না দিলে চাকরি না মিলে না হলে বড়বাবুর শালা॥
এদিকে বাবার পিণ্ডের যোগাড় ছেলে মেয়ে ঘর ভরিয়ে গেল
কি খাই কি খাই করিছে সদাই ইচ্ছা হল দিই রেলেতে গলা।
চেয়ে দেখি দেশ ভরিয়ে গিয়াছে মান্দ্রাজী সিখ বেহারী কাচ্ছে
সব রকম কাজ সকলে করিছে আমরা মিটিং করে শুধু
মিটাতেছি ক্ষুধা—
শেষে সমিতি সভা সঙ্ঘ ছেড়ে, ফিরিওলার এই কাজটি ধরে
ছেলে মেয়ে এখন খায় পেট ভরে, হতে হয় না আমায় কারো শালা॥

উনি গ্রাজুয়েট হয়ে একাজ করছেন আর আমরা বিয়ে অবধি পড়ে রিক্‌স টানতে পারব না?

৩য় শিষ্য—খুব পারব। চল প্রথমে কলে আগে ঢুকে পড়ি।

কালীচরণের বাটী—রাত্রি ৮টা
মাঘী পূর্ণিমা

কালীচরণ। মা! আজ ৯টার সময় গ্রহণ, এর মধ্যে খাওয়া দাওয়া সব সেরে নিতে হবে।

বিনোদিনী। কেন কাকাবাবু! গ্রহণ লাগলে কেবল রান্না খাওয়া বন্ধ করতে হয় কেন? হাঁড়ি কুঁড়ি ও পেটের সঙ্গে ওর কি সম্বন্ধ?

কালীচরণ। ও সব ত কিছু জানি না মা। বরাবরই এই রকম চলে আসছে তাই বলছি। ভেবে দেখ্‌লে ত এগুল কিছুই না। সেকালের লোকদের ধারণা ছিল যে চন্দ্রদেবকে রাহু দৈত্য গ্রাস করত কিন্তু এখন জানা গেছে যে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের ওপর পড়ে তাই অমন দেখতে হয়। ওর সঙ্গে রান্না খাওয়ার কোনই সম্বন্ধ নাই।

বিনোদিনী। যদি সবই জানেন, তবে কেন এই প্রতারণার প্রশ্রয় দেন। আপনার মত বড় লোকে এগুল মেনে চললে সাধারণের ত আর কোন কালে উদ্ধার নাই। গঙ্গার ধারে একবার গিয়ে দেখুন এই শীতের রাত্রে কি কাণ্ডটাই হচ্ছে। গ্রহণ তিন ঘণ্টা থাকবে। এই তিন ঘণ্টা কাল ভিজে কাপড়ে অনেকে থাকবে। জন কতক ত মারা যাবেই।

কালীচরণ। মা! তোমার কথাই ঠিক। বামুন চাকরদের বলে দাও যে আমরা ঠিক যে সময়ে খাই সেই সময়েই খাব অর্থাৎ রাত্রি ১০টার সময়। আর হাঁড়ি কুঁড়ি না ফেলে দেয়। আমি একবার গঙ্গাধারে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসি। যাবার সময় রমেশকেও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। (প্রস্থান)

(রমেশের বহির্বাটী। সকাল সকাল আহার করতে হবে বোলে রমেশ আজ রাজগঞ্জ যায়নি। ভেতর থেকে ডাক পড়েছে যে আহার প্রস্তুত। রমেশ ভিতরে যাচ্ছে এমন সময় কালীচরণ উপস্থিত)

কি হে ভায়া' তাড়াতাড়ি যাচ্ছ কোথা? সকাল সকাল খেয়ে নিতে নাকি? আমি ঠিক ধরেছি তুমি আজ রাজগঞ্জ যাওনি। আমিও তোমার মত সকাল সকাল খেয়ে নোবো মনে করেছিলুম কিন্তু বিনুনা আমার সব উলটে পাল্‌টে দিলে। আমি আর গ্রহণ মানিনা আর যাতে অপরেও না মানে তার চেষ্টায় বেরিয়েছি। চল, একবার গঙ্গাধারটা ঘুরে আসা যাক।

রমেশ।—দাদা! তোমার সঙ্গে যেতে আমি খুব প্রস্তুত—কিন্তু না খেয়ে বেরোলে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হবে। তখন আমায় কে রক্ষা করবে।

কালীচরণ। তুমি বৌমাকে বুঝিয়ে বল যে গ্রহণের সময় রান্না খাওয়া বন্ধ করা মূর্খতার পরিচয়। সেকালের লোকেরা সবেতেই ভয় পেত। মনে করত চাঁদটাকে বুঝি সত্য সত্যই রাহুতে গিলছে আর ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যেত। এখন লোকে জানে ওটা পৃথিবীর ছায়া ছাড়া আর কিছু নয় সে জন্য ভয় পাবার কোন কারণ নাই। তুমি বৌমাকে বল গিয়ে যে আমাদের বাড়ীর সকলে গ্রহণের সময় আহার করবে আর হাঁড়ি কুঁড়িও ফেলা হবে না।

রমেশ। আচ্ছা তুমি একটু বোসো আমি বলে আসছি। একান্তই না মানে ত তোমার হোথা আমার নিমন্ত্রণ রইল। (প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ) না দাদা! সেখানে কোন যুক্তিই খাটল না। বললে ছেলে পিলেকে গেরোণের রান্না কিছুতেই খাওয়াতে পারবে না। তবে তোমার ওখানে আমার নিমন্ত্রণ খেতে তার কোন আপত্তি নেই। যাই হোক কতকটা ত এগোনো গেছে। এখন চল গঙ্গাধারে যাওয়া যাক।

(উভয়ের প্রস্থান)

বাগবাজারের ঘাট—আলোয় আলোকময়

গঙ্গার গর্ভেও বাঁশ পুঁতে আলো দেওয়া হয়েছে। বাঁশ পুঁতে তাতে দড়ি বেঁধে মেয়েদের ও পুরুষদের যাতায়াতের পৃথক রাস্তা করা হয়েছে। সকল রকম সমিতির সভ্যেরা ভলন্টিয়ার সেজে হাঁক ডাক করছে। একদল গান ধরেছে।

ভলন্টিয়ারগণ— চাঁদে রাহু গিলছে রে
পাপ গ্রহ আজ হলো রে
উপোস করে গঙ্গায় নেয়ে পাপ ধুয়ে সব ফেলবে
সমুদ্র মন্থনে যখন সুধার হাঁড়ি উঠলরে
অসুরে ফাঁকি দিয়ে নারায়ণ হাঁড়িটী লুকিয়া রাখলরে॥
রাহু দৈত্য সন্ধান পেয়ে খেয়ে নিল সুধা খানিকটা
চাঁদ সূর্য্যি দেখতে পেয়ে নারায়ণে বলে দিল তা

রাহুর মুণ্ড সুদর্শনে কেটে ফেলল তখনি
সুধা খাবার ফলে কিন্তু রাহু তাতে মরলনি।
মুণ্ড রইল রাহু আর ধড়টা কেতু হলোরে
আর পাপ গ্রহে গিলতে লাগল সূর্য্যি আর চাঁদেরে।

(কালীচরণ ও রমেশের প্রবেশ)

কালীচরণ—এরা ত সরঞ্জাম মন্দ করেনি। আর ভলেণ্টিয়ারদের বেশ উৎসাহ আছে দেখছি।

রমেশ—বাজে কাজে এদেশের লোকের যেরূপ উৎসাহ হয় এমন আর কোন দেশে হয় না। হরতালের সময় খুব দেখা গেছে। গরীব ব্যাপারীদের মাছ তরকারী যে কত নষ্ট করত তার আর ইয়ত্তা ছিল না। স্বরাজ হলে দেখবে গ্রহণের সময় প্রত্যেকি লোককে জোর করে চোবাবে।

কালীচরণ—আচ্ছা এরাত সকলেই শিক্ষিত বলে বোধ হচ্ছে অথচ এই গ্রহণ ব্যাপারটাকে এত বড় কোরে তুলেছে কেন?

রমেশ—এর ভিতর ইলেক্সন ব্যাপারটা একটু নিহিত আছে। কর্ত্তারা জানাতে চায় যে তারা দেশের কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেছে। যাক এসব আধ্যাত্মিক কথা ছেড়ে দিয়ে এখন কি করে এই জনস্রোতকে ফেরাতে পারা যায় তার এখন কি উপায় বল দেখি।

কালীচরণ—দেখ রমেশ! আমাদের যুবকদের মত এরূপ স্বার্থত্যাগী মানুষ কোথাও দেখতে পাবে না। শুধু নেতাদের পাল্লায় পড়ে এরা উল্টো পথে চলেছে। এদের অধিকাংশই বেকার, সেজন্য কোন একটা কাজ পেলেই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভাল মন্দ বিচার করবার প্রবৃত্তি থাকে না। এস ওদের সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা করা যাক।

(জনৈক কাপ্তেনের নিকট অগ্রসর হইয়া)

দেখ বাপু তোমাদের কাজ কর্ম্ম দেখে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি কিন্তু একটা জিনিষের অভাব দেখছি। তোমরা যদি বায়স্কোপে এই গ্রহণ ব্যাপারটা সকলকে বুঝিয়ে দাও তাহলে লোকের অজ্ঞতা অনেকটা দূর হয়।

কাপ্তেন—তাহলে ত ভালই হয় কিন্তু গ্রহণের ফিলিম কি উঠেছে? আর উঠলেও কিনেই বা দেবে কে?

কালীচরণ—তার জন্যে কোন ভাবনা নেই। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ছবি দেখাতে পারে আমাদের সঙ্গে দাও আমরা এখনি আনিয়ে দিচ্ছি। তিন ঘণ্টা গ্রহণ থাকবে সেজন্য একঘণ্টা করে দেখালে তিনটে ঘাটের যাত্রীদের দেখাতে পারা যাবে। আমি একখানা মোটরও তোমাদের কাছে রেখে দোবো তাহলে যাওয়া আসায় সময় নষ্ট হবে না।

কাপ্তেন—হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে দু চার জন আছে যারা সিনেমায় দিনকতক কাজ করেছিল। আচ্ছা আমি তাদের ডেকে আনছি। (প্রস্থান)

(দুই জন ছোকরাকে লইয়া কাপ্তেনের পুনঃ প্রবেশ)

এই এরা ছবি দেখানর কাজ বেশ জানে। এদের একজন

হচ্ছে এম, এস, সি সুতরাং গ্রহণ সম্বন্ধে সব জানা আছে আর যাত্রীদের বুঝিয়েও দিতে পারবে।

কালীচরণ—তবে চল সব জিনিষ পত্র নিয়ে আসি (ম্যাডানের ওখানে গিয়া কালীচরণ গ্রহণের ফিল্ম ও আবশ্যকীয় যন্ত্র টন্ত্র কিনিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিল। ক্রীণটা জলের ধারেই টাঙ্গান হলো আর যন্ত্রটা পাড়ে বসান হলো। কালীচরণ ও রমেশ খানিক-ক্ষণ ছবি দেখে সন্তুষ্ট হয়ে কাপ্তেনের হাতে সমস্ত ভার দিয়ে ও মোটর খানি রাখিয়া পদব্রজে ১০টার পর বাড়ী ফিরিল)

রমেশ! কাজটা খানিকটা এগোলো বলে বোধ হচ্ছে, না?

রমেশ—নিশ্চয়ই! তোমার মত লোক যখন এ কাজে হাত দিয়েছে তখন সফল হওয়া সুনিশ্চিত। তোমার দেশোদ্ধার হচ্ছে লোকের অজ্ঞতা দূর করা। সাধারণতঃ দেশোদ্ধার মানে নেতাদের হস্তে অর্থ সমাগম ও তাদের গৌরব বৃদ্ধি। লোকে উৎসন্নে যাউক তাতে তাদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। যাক্। এখন গ্রহণটা থাকতে থাকতে আহারে বসা যাক।

কালীচরণ—দেখ রমেশ। যে মেয়েজাতকে আমরা এত অশ্রদ্ধা করি ও দাবিয়ে রাখি তারাই এই সংস্কারের প্রবর্ত্তক। অথচ আমাদের সমস্ত কুসংস্কারগুলি মেয়েদের ঘাড়ে চাপিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকি। কিন্তু সত্য সত্য আমাদের পুরুষ জাতটাই সমস্ত কুসংস্কারের মূল। এদের হাজার লেখা পড়া শেখাও আর বিলাত পাঠাও কিছুতেই এরা গণ্ডির বাইরে যেতে পারে না। মেয়েরা যদি পুরুষদের মত শিক্ষা পেত তাহলে আমাদের দেশ কোন্ কালে উন্নতির চরম সীমায় উঠে যেত।

—যবনিকা পতন—